দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষা সম্মেলনের ঘোষণা

উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য একদিকে যেমন সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সংকল্পবদ্ধ প্রচেষ্টা দরকার, অন্যদিকে তেমনি অত্যাবশ্যক আন্তর্জাতিক সহায়তাও। নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ন'টি জনবহুল ও কম শিক্ষার দেশের শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণায় কথাটি জোর দিয়ে বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, প্রতিটি ছেলেমেয়ের স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। শুধু স্কুলে ভর্তি হওয়াই নয়, লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া এবং স্কুলের শিক্ষা শেষ করারও নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

দিল্লী শীর্ষ শিক্ষা সম্মেলনে যোগদানকারী নয়টি দেশ চীন, ভারত, পাকিস্তান, ব্রাজিল, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মিসর, মেক্সিকো ও নাইজেরিয়ায় বিশ্বের সত্তর শতাংশ নিরক্ষর লোকের বাস। এই দেশগুলি খুবই জনবহুল। জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশের নিরক্ষরতাই দেশগুলির অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অনগ্রসরতা এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার নিচু মানের জন্য মূলত দায়ী। শিক্ষার অভাবের কারণেই জনগণের সচেতনতা ও উচ্চাশা কম। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং দক্ষ ও উৎপাদনশীল জনশক্তি সীমিত। এজন্যই দেশগুলির বেশিরভাগই বুভুক্ষা, ব্যাধি, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, আশ্রয়হীনতা, দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার অভিশাপে জর্জরিত। প্রতিটি দেশই এই অবাঞ্ছিত অবস্থার অবসান এবং ভাগ্য উন্নয়নে আগ্রহী ও সচেষ্ট। নিজ নিজ দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি দ্রুত অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দ্রুত উন্নতির চাবিকাঠি শিক্ষা ও শিক্ষিত জনশক্তির অভাবে এই প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত, মসৃণ ও ফলপ্রসূ হচ্ছে না— বহু ক্ষেত্রেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। পুঁজি ও প্রযুক্তির অভাবে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদেরও যথার্থ সদ্ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। নানা ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষিত, উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশগুলির উপর নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে। এর ফলে তারা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষার আলোতে দেশগুলি ঝলমলিয়ে উঠলে এগুলি একদিকে যেমন এই বঞ্চনা ও ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে, অন্যদিকে তেমনি অর্জন করতে পারবে বাঞ্ছিত উন্নতি।

দ্রুত শিক্ষা বিস্তার নিঃসন্দেহে একটি ব্যয়বহুল ও কঠিন কাজ। স্বল্প সময়ের মধ্যে এই লক্ষ্য রূপায়িত করা সীমিত সম্পদের অধিকারী শতধা-সমস্যায় বিক্ষুব্ধ এই নয় দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকে বিশেষ করে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশগুলিকে তাদের সহায়তা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির নিরক্ষরতা দূর হলে সমগ্র বিশ্বই উপকৃত হবে।

নয় জনবহুল ও কম শিক্ষার দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। আমাদের দেশ আয়তনেও ছোট। সম্পদও সীমিত। এদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে সর্বাঙ্গীন জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে, বছরের পথ পাড়ি দিতে হবে ছ'মাসে। কিন্তু শিক্ষার স্বল্প হার এই লক্ষ্য অর্জনে মস্ত এক বাধা হয়ে আছে। বর্তমান সরকার এই বাধা দূর করার জন্য অর্থবহ উদ্যোগ নিয়েছেন। শিক্ষা বিস্তারের পূর্বশর্ত প্রতিটি ছেলেমেয়েকে শিক্ষিত করা। এজন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে, জোর দেয়া হচ্ছে গণশিক্ষায়। অভাব-অনটন গ্রামগঞ্জ ও বস্তির অধিকাংশ শিশুর শিক্ষার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এই বাধা দূর করার জন্য 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বেতনমুক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানেই ছেলে-মেয়েদের স্কুলে দেবার জন্য অভিভাবক প্রতি আহবান জানাচ্ছেন। এর সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষার জন্য উল্লেখযোগ্য সাড়া পড়েছে দেশের প্রায় সকল অংশেই। দিল্লী ঘোষণা এই শিক্ষা সম্প্রসারণ অভিযানকে আরও জোরদার ও গতিশীল করে তুলবে বলে আশা করা যায়।